কৃষি গবেষণা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
BANGLADESH AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

বিএআরআই সংবাদ

বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১, ২০১৯
Visit Our Website : www.bari.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯ অনুষ্ঠিত

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯ এ বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান।

গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী ‘বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। স্টল পরিদর্শনের পূর্বে তিনি বিএআরআই ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন করেন এবং বারি বাতাবিলেবু-৪ এর একটি চারা রোপণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, স্বাধীনতার পর হতে যে সমস্ত খাতে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে তার মধ্যে কৃষিখাত অন্যতম। কৃষিখাতকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করতে হবে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানান। ফুলকপি, মুলা, টমেটো ইত্যাদি পচনশীল সবজি মৌসুমের পরে কোন দামই থাকে না আবার সরিষা অনেক বেশি মূল্যে আমাদের আমদানি করতে হয় বিধায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সকলকে এক সাথে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (অব.) ও এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট, এনএআরএস, ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম, সাফল্য, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. লুৎফর রহমান।

এরপর পৃষ্ঠা ২

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯ এ বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান।

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯ এ সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

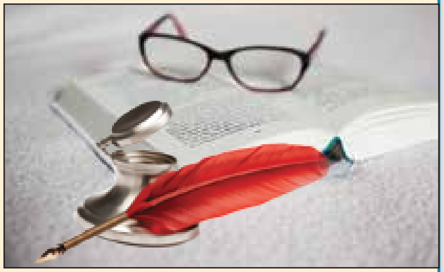

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ এ অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভের মাধ্যমে রেকর্ড টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। তাঁর এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফসল হিসেবে দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম একজন কৃষিবিদ (ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে যা খুবই ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে আমরা মনে করি।

গত ১৯ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানিয়েছেন, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশে এবং মাথাপিছু আয় হবে ১৯০৯ মার্কিন ডলার যা এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ। আবার স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যত অর্জন আছে, তার মধ্যে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, কৃষি খাতে চলতি অর্থবছর প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। সুতরাং বর্তমান সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি খাতের উন্নয়নও এগিয়ে চলেছে সমান গতিতে।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ইতোমধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্তমান জনগণবান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এক সময় এদেশের মানুষকে বলা হতো 'দুধে ভাতে বাঙালি' কিংবা বলা হতো 'মাছে ভাতে বাঙালি'। বর্তমান সরকার তার সুপ্রসারিত কৃষি নীতিতে শুধু দুধে ভাতে বা মাছে ভাতে সীমিত নয় বরং 'পুষ্টিতে বাঙালি' হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হতে চায়।

সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) তার মূলমন্ত্র ঠিক করেছে 'পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে নিবেদিত বিএআরআই'। বর্তমানে দেশের কৃষি গবেষণার সবচেয়ে বড় এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান দানাশস্য, কন্দাল, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, ফল, মসলা, ফুল সহ প্রায় ২০৮টি ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা এবং শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগ বালাই এবং পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, খামার পদ্ধতির উন্নয়ন, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং আর্থ সামাজিক সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করে চলেছে।

কৃষি দেশের জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানের প্রধানতম উৎস। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার এ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং গত এক দশকে কৃষিক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি এবং সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে। বর্তমান সরকারের কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে আজ কৃষির প্রত্যেকটি খাতে যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে আগামী বছরগুলোতেও তা অব্যহত থাকবে বলে আমরা আশা করি। ■

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ 'কৃষি প্রযুক্তি হাতবই ২০১৯' এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ 'কৃষি প্রযুক্তি হাতবই ২০১৯' এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর সকল স্টেকহোল্ডার তথা পলিসিমেকার, জনপ্রতিনিধি, বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, এনজিও ও কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং কৃষক প্রতিনিধিসহ দুই দিনে প্রায় ৮০০ জন প্রতিনিধি (১ম দিন ৪০০ জন ও ২য় দিন ৪০০ জন) অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীর প্রথম দিনের দ্বিতীয় অংশে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারগণ বিভিন্ন স্টল, মাঠ ও ল্যাব পরিদর্শন এবং মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪০০ জন কৃষক-কৃষাণীর অংশগ্রহণে বিএআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, বিভিন্ন মাঠ ও ল্যাব পরিদর্শন এবং পরে তারা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সকালে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. লুৎফর রহমান, গাজীপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. মাহবুব আলম প্রমুখ।

বিএআরআই এ পর্যন্ত ২০৮ টিরও বেশি ফসলের ৫৩১টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৫০৫টি অন্যান্য প্রযুক্তিসহ ১,০৩৬ টিরও বেশি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। 'বারি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ২০১৯'-এ বিএআরআই কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ■

বিএআরআই এ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৯ পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) '২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৯' পালিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার, শহীদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দোয়া ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান এবং বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয়ের সকল অফিস এবং আবাসিক এলাকায় প্রতীকি ব্ল্যাক আউট।

দিনব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সকালে ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএআরআই

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও

এরপর পৃষ্ঠা 8

বিএআরআই সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বিএআইআর এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. হুমায়রা সুলতানা।

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এ "বিএআরআই এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) পর্যালোচনা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়ন" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা গত ১২ মার্চ মঙ্গলবার ইনস্টিটিউট এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণা উইং এ কর্মশালার আয়োজন করে।

বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. হুমায়রা সুলতানা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা উইং-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহা. আতাউর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. হুমায়রা সুলতানা বলেন, "দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবার আগে দরকার দক্ষ প্রশাসন। সরকার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রণয়ন করে। এ পর্যন্ত যতগুলো এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ভাল। আগামী ডেলটা প্লানকে কেন্দ্র করে আমাদের ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ-র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।"

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, "স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্নয়নের জন্য আমাদের লক্ষ্য স্থির

এরপর পৃষ্ঠা ৪

বিএআরআই ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে ইনস্টিটিউটের পক্ষে পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার মনোজ কান্তি বৈরাগি স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর মধ্যে গত ০৩ ডিসেম্বর এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বিএআরআই মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষে সম্পন্ন হয়েছে। ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর উপস্থিতিতে উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার (এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট এবং এসএমএপি'র প্রকল্প পরিচালক) মনোজ কান্তি বৈরাগি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. তপন কুমার পাল সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

বিএআরআই ও টিএমএসএস সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে ইনস্টিটিউটের পক্ষে পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং টিএমএসএস এর পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) ও ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এর মধ্যে বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর উপস্থিতিতে গত ২৮ নভেম্বর এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান বিএআরআই এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষে সম্পন্ন হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আব্দুল ওহাব এবং ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এর পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএআরআই এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) জনাব মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. সৈয়দ নূরুল আলম ও পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. গোলাম মোর্শেদ আব্দুল হালিম সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিচালকবৃন্দের যোগদান

ড. আবেদা খাতুন এর পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান

ড. আবেদা খাতুন গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন। ড. আবেদা খাতুন ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ৩৯টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া, ভারত, সিংগাপুরসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ২ সন্তানের জননী এই বিজ্ঞানী বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ■

ড. এ কে এম শামছুল হক এর পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান

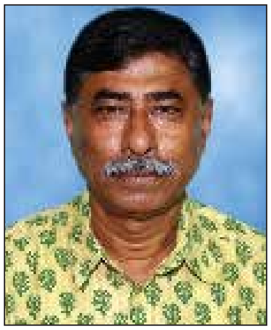

ড. এ কে এম শামছুল হক গত ০৪ মার্চ ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর খামার বিভাগ, জয়দেবপুর, গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয় ছাড়াও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর, বর্তমানে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, খুলনা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবং বর্তমানে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লায় কেন্দ্র প্রধান হিসেবে প্রায় ১২ বছর কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে তিনি সফলভাবে কৃষকের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন। তার উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির অধিকাংশই এখন কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ৩৬টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য হতে এমএস ডিগ্রী এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর হতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি পেশাগত জীবনে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, বাংলাদেশ মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতির সক্রিয় সদস্য। ড. এ কে এম শামছুল হক কুমিল্লা জেলাধীন বরুড়া উপজেলার মহেশপুর গ্রামে ০১ জানুয়ারি ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে দুই (২) সন্তানের জনক। ■

ড. বাবু লাল নাগ এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান

ড. বাবু লাল নাগ গত ৪ মার্চ, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশালে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ড. বাবু লাল নাগ ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশালে ১৩ বছর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোরে প্রায় ১২ বছর সফলভাবে কৃষকদের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তার ৫৭টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি অসংখ্য বুকলেট/লিফলেট ও ৫০টির উপর কৃষকের মাঠে হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি ডাল, নারিকেল ও পানের জাত উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাছাড়া তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি একজন কৃষিতত্ত্ববিদ, তিনি চার ফসলী শস্যধারা, ৩ ফসলী শস্যধারা, বিভিন্ন শারীরতাত্তিক গবেষণা, আন্তঃ ও মিশ্র ফসল গবেষণা, আগাছা ব্যবস্থাপনার ক্রপ মডেলিং এর উপর কাজ করেছেন। ড. বাবু লাল নাগ লবণাক্ত সহিষ্ণুতার উপর পিএইচডি সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করেছেন। দেশে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন। তাছাড়াও তিনি এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এটিআই), থাইল্যান্ড এ ডাল ও তৈল ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর এক্সপোজার ভিজিট করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী নড়াইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তার এই প্রগতির পথে স্ত্রী রীতা নাগ, কন্যা তৃষ্ণা নাগ ও ছেলে অর্পন নাগের অসামান্য ত্যাগ ও ভূমিকা রয়েছে। তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতি, বাংলাদেশ আগাছা বিজ্ঞান সমিতি এবং বারিসা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসেবে বিএআরআই থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি Weed Science Journal, SAU, Dhaka, International Journal of Bio Research, BRRI এ Reviewer হিসেবে কাজ করেন। তিনি CIMMYT, FAO, BADC, ICRISAT, ACIAR এবং বিভিন্ন NGO কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে যা বিএআরআই তথা বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানীর গর্ব। ■

বিএআইআর এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন...

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

করতে হবে এবং এর আলোকে এপিএ প্রণয়ন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আমাদের ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে কাজ করতে হবে এবং এসডিজি'র লক্ষ্যগুলো পূরণে মাঠে তার প্রভাব থাকতে হবে। এটা না হলে আমরা ভাল ফলাফল পাবো না এবং বিএআরআই'এর নাম উজ্জ্বল করতে পারবো না।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব কাজী আব্দুর রায়হান, বিএআরআই পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুন, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এ কে এম শামছুল হক, পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) জনাব রইছ উদ্দিন চৌধুরীসহ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা।

কর্মশালায় বিজ্ঞানীরা এপিএ প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরি ও দলগত সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ■

বিএআরআই এ ২৫ মার্চ গণহত্যা...

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগ) জেবুন নেছা ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, বারি বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা), বারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (বারিকা), বারি ৪র্থ শ্রেণী কল্যাণ সমিতি (বারিচা), ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

পরিচালকবৃন্দের যোগদান

ড. মো. আব্দুল ওহাব এর পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান

ড. মো. আব্দুল ওহাব গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি গত ১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখে ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল এ কর্মরত ছিলেন। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি প্রেষণে ভাসমান বেডে সবজি চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. মো. আব্দুল ওহাব ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয় ছাড়াও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর এ প্রায় ১০ বছর সফলভাবে কৃষকের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন। সফল বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে সিমিট, প্র্যাকটিকেল একশন এ কাজ করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ২৬টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ২ সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনস বাংলাদেশ, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সদস্য। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসাবে বিএআরআই ও ইঞ্জিনিয়ারস ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি দেশের কৃষকের উপযোগী খামার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১০টি কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত কৃষক ব্যবহার করছেন। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান/অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (IFDC) ২০১১ ইং সাল থেকে ২০১৫ ইং সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী (কৃষি প্রকৌশল) হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি IFDC তে গবেষণা কাজ করার সময় ২ ধরনের মাটির নিচে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তার উদ্ভাবিত সার প্রয়োগ যন্ত্র IFDC এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। সেনেগালের একটি কৃষি মেলায় IFDC এর স্টলে ২০১৩ সালে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র প্রদর্শিত হয় যা আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নজরে আসে। বাংলাদেশী এ বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনকে তিনি ভূয়সী প্রসংশা করেন যা দেশি বিদেশি অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফসল উৎপাদনে সার সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মাটির নিচে গুটি সার প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভাবনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ২০১৩ সালে IFDC এর প্রেসিডেন্ট ড. মো. আব্দুল ওহাবকে Award প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন যা তিনি IFDC এর প্রধান কার্যালয়, আলাবামা, আমেরিকা থেকে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে গ্রহণ করেন। যা বিএআরআই তথা বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানীর গর্ব। ■

ড. মদন গোপাল সাহা এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান

ড. মদন গোপাল সাহা গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন। ড. মদন গোপাল সাহা ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। তিনি ২০১০ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তিনি একজন স্বনামধন্য উদ্যানতত্ত্ববিদ। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ২১টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি অসংখ্য বুকলেট/লিফলেটসহ বিভিন্ন পপুলার আর্টিকেল প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৪টি বিভিন্ন ধরনের ফলের ২০টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। তিনি কৃষকের উপযোগী ২২টির অধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, ভারত এবং ভুটান ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ২ (দুই) সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী গাজীপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ; বাংলাদেশ উদ্যানতত্ত্ব সমিতি ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির আজীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির সদস্য। বর্তমানে তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছেন। ■

জেবুন নেছা এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান

জেবুন নেছা গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বীজ প্রযুক্তি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। জেবুন নেছা ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯২ সালে যুক্তরাজ্যের ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ২৬টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি কৃষি কথা পত্রিকায় আলুর উপর নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য নেপাল, ভারত, যুক্তরাজ্য ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ৩ সন্তানের জননী এই বিজ্ঞানী পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি, বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট, বারিসা এর সদস্য এবং বারি মহিলা বিজ্ঞানী সমিতির সভাপতি। ■

বিএআরআই এ মহান স্বাধীনতা...

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীতে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় এবং আনন্দ শিশুকাননের শিক্ষকগণ, শিক্ষার্থী ও শ্রমিকগণ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বারি বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা), কর্মকর্তা ক্লাব, কর্মকর্তা গৃহিনী ক্লাব, বারি কর্মচারী সমিতি (বারিকা), কর্মচারী গৃহিনী ক্লাব, শ্রমিক সমিতি এবং শ্রমিক ক্লাব অংশগ্রহণ করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিচালকবৃন্দের যোগদান

রইছ উদ্দিন চৌধুরী এর পরিচালক (ডাল গবেষণা) হিসেবে যোগদান

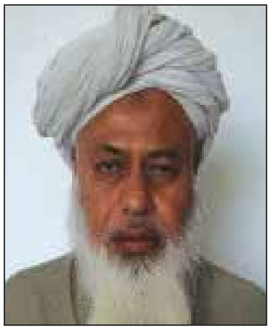

খ্যাতনামা কৃষি বিজ্ঞানী জনাব রইছ উদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ডাল গবেষণা) পদে ২০১৯ সালের ৪ মার্চ যোগদান করেন। উক্ত পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে বিএআরআই এর ঈশ্বরদীতে যোগদান করেন এবং ঈশ্বরদীতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ফার্ম) এর দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে তিনি বিএআরআই-এর খামার বিভাগেও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তিনি উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে বিএআরআই এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিএআরআই এর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট, রংপুর এ প্রথম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে উক্ত আঞ্চলিক অফিসকে গবেষণা কার্যক্রমের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তোলেন।

জনাব রইছ উদ্দিন চৌধুরী স্বনামধন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ পড়াশুনা করেন। তিনি কেআইবি (KIB) BHS, BAAS-এর আজীবন সদস্য। দেশি বিদেশী বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তাঁর ২৬ টি গবেষণা নিবন্ধন প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষিকথা, দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং টিভি চ্যানেলে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

জনাব রইছ উদ্দিন চৌধুরী ১৯৬১ সালে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বাহাদুর বাজারে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কৃষি বিজ্ঞানী মিসেস সেলিমা জাহান নূরীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং মোঃ আব্দুল্লাহ সাহীর চৌধুরী ও মোঃ আব্দুল্লাহ জাওয়াদ চৌধুরী এর জনক। ■

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শহীদ মিনার চত্বরে যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্যে দিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিনের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করা হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, পরিচালকদের নিয়ে প্রথমে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করেন। এরপর একে একে বারি বিজ্ঞানী সমিতি, বারি কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি, কর্মকর্তা ক্লাব, কর্মকর্তা গৃহিনী ক্লাব, কর্মচারী ক্লাব ও শ্রমিক ক্লাব এবং বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় ও আনন্দ শিশু কাননসহ নানা সংগঠন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পন করে। ভোর ০৬:২৯ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং ০৬:৩৫ মিনিটে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বারি হাই স্কুল ও আনন্দ শিশু কাননের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একুশের চেতনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাষা দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি, তাৎপর্য এবং বর্তমানে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) বেগম জেবুন নেছা। বিরি বজ্ঞানী সমিতির সভাপতি ড. মো. আককাছ আলী ও সাধারণ সম্পাদক ড. মুহা. সহিদুজ্জামান। ■

মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রভাত ফেরী।

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. গোলাম চৌধুরী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের The University of Florida হতে Department of Horticultural Science থেকে Horticultural Science এবং Food Technology বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল “Postharvest Heat Stress and Semi-Permeable Fruit Coating to Improve Quality and Extend Shelf Life of Citrus Fruit During Ambient Temperature Storage”। তার গবেষণার মুখ্য তত্ত্ববধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচারাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ও স্বনামধন্য অধ্যাপক Dr. Jeffrey K Brecht। তার গবেষণালব্দ ফলাফল সাইট্রাস জাতীয় ফলের শারীরতাত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে গুনগত মানের উন্নয়ন ও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণের মাধ্যমে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির বিস্তারিত তথ্য উন্মোচন করা হয়েছে। এ সকল তথ্যের আলোকে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল ও সবজির গুণগতমান ও সংরক্ষণকাল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বৃদ্ধির জন্য Beneficial Modified Atmosphere (%O_2, %CO_2) সৃষ্টি করে যা Controlled Atmospheric Storage এর অনুরূপ Atmosphere, ফলে বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে এবং ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তার গবেষণা কাজের একটি অংশ Fort Pierce, Florida এর USDA Lab এ সম্পন্ন করেন। তিনি তার সকল গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের Feed the Future প্রোগ্রামের আওতায় এর অর্থায়নে Borlaug Higher Education for Agricultural Research and Development (BHEARD) ফুল ব্রাইট ফেলোশিপের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। ■

মো. গোলাম চৌধুরী

মো. নুরুল আমিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ প্রজনন), প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় সম্প্রতি Washington State University এর Department of crop and soil science হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়ছিল “Molecular analysis of abiotic stress in Lentil.” তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Rebecca McGee, USDA বিজ্ঞানী এবং প্রজননবিদ, Adjuct faculty of WSU, তত্ত্বাবধানে SNP marker development and casual SNP for heat and drought tolerance সনাক্ত করনে BHEARD fellowship অর্থায়নে গবেষণা করেন। Dr. Lynne carpenter Boggs, Associate professor, Department of crop and soil science, WSU গবেষণার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গবেষণা কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। গবেষণালব্ধ ফলাফল খরা এবং তাপসহিষ্ণু মসুরের জাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলবে। নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ করা গেলে মসুরের উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। ■

মো. নুরুল আমিন

বিএআরআই সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষক ভাই ও বোনেরা,

বাংলা নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা। প্রকৃতির রুক্ষতা জানান দিচ্ছে গ্রীষ্ম আমাদের দোর প্রান্তে। বাংলা বছরকে শেষ করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কৃষক ভাইরাও ব্যস্ত আছেন রবি ফসল ও গ্রীষ্মের ফসলের বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে। কৃষক ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিরামহীনভাবে চলছে আমাদের কৃষি ভুবন।

নতুন বছরের শুভকামনা জানিয়ে এ প্রান্তিকে কৃষিতে করণীয় বিষয়াবলী তুলে ধরছি:

এখনই সময় গম বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের। এ সময় সঠিকভাবে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে, না হলে সময়মতো ভাল বীজ পাওয়া যাবে না। নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে বীজ সংগ্রহ করা যায় সে সম্পর্কে বলছি কিছু কথা। প্রথমেই জমির যে অংশে ভাল ও পাকা গম দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে বীজ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে পারেন।

কৃষক ভাই, চাটাই অথবা ত্রিপলের উপর বীজ গম মাড়াইয়ের প্রতি যত্ন নিন। শক্তি চালিত যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ সংরক্ষণ করুন। এই যন্ত্রটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। গম মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ৭/৮ মণ গম মাড়াই করা যায়। এতে বীজ গম ২-৩ বার রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে রাখতে হবে। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে ১.৭৫-২.৫০ মি.মি. ছিদ্র বিশিষ্ট চালনিতে বাছাই করে নিন।

কৃষক ভাই, গমের বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা গম বীজের সংরক্ষণের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। ভাল ও সুস্থ বীজ বপনের পর চারার সংখ্যা ঠিক থাকে এবং ফলনও বেশি পাওয়া যায়। ফসল শুকানোর পর দাঁতের নিচে চাপ দিলে ‘কট্’ শব্দ হলে বুঝতে হবে বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে। গরম বীজ ঠাণ্ডা করে অতঃপর পাত্রে বীজ ঢুকাতে হবে।

কৃষক ভাই, বর্তমানে ভুট্টা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, চাষের সম্প্রসারণ ও ব্যবহার ক্রমবর্ধমান খাদ্য, গো-খাদ্য, হাঁস-মুরগির খাবার ও জ্বালানির চাহিদা মেটাতে এবং নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ধান ও গমের পর ভুট্টা তৃতীয় দানাদার ফসল হিসেবে গণ্য। কৃষক ভাই, এ পর্যায়ে আপনার আবাদকৃত ভুট্টা মাড়াই সম্পর্কিত কিছু বিষয় জেনে নেয়া যাক। ক্ষেতের ১২ আনা গাছের পাতা কিছুটা হলদে হলে ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যেতে পারে। মোচার নিচে গাছের কাণ্ড আলতোভাবে ভেঙ্গে মোচাসহ মাটির দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। মোচা হতে দু’একটি দানা ছাড়িয়ে দানার মুখে কালো দাগ দেখা দিলে বুঝতে হবে মোচা সংগ্রহ করা যাবে। ক্ষেত হতে সংগ্রহের পর মোচা বাড়িতে এনে ঠাণ্ডা, শুকনো ও ছায়ায় চাটাইয়ের উপর ছড়িয়ে রাখতে হবে। মোচা হতে দানা হাত দিয়ে, হস্তচালিত মাড়াই যন্ত্র অথবা মেশিনে ছাড়াতে পারেন। অতঃপর ভুট্টার দানা রোদে ভালভাবে শুকিয়ে গোলাজাত করতে হবে। ভুট্টার দানা দাঁত দিয়ে চাপ দিলে ‘কট্’ শব্দ হলে বুঝতে হবে দানা সংরক্ষণের সময় হয়েছে। এরপর সংগ্রহ করে ঘরের মেঝেতে চাটাইয়ের উপর ৮-১০ ঘণ্টা রেখে ঠাণ্ডা করে বাঁশ বা কাঠের পাটাতনের উপর ড্রাম/বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়।

কৃষক ভাই ও বোনেরা, খরিফ মৌসুমের শাক-সবজি লাগানোর জন্য এখনই জমি তৈরি করে নিন। এ সময়ের উৎপাদিত সবজিগুলোর মধ্যে আছে মিষ্টি কুমড়া, পটল, কাকরোল, করলা, বরবটি, ঢেঁড়স, গিমা কলমি, ডাঁটা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, পুঁইশাক, শশা, চালকুমড়া, বেগুন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোসহ অন্যান্য মৌসুমী শাক সবজি।

কৃষক ভাই ও বোনেরা, এ সময় শাক-সবজির প্রতি যত্ন নিন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের সবজিগুলো চাষ করলে বেশি ফলন পেতে পারেন। পুষ্টি সমস্যারও সমাধান হতে পারে। সবজিগুলো চাষে সকলে এগিয়ে আসুন। উদ্ভাবিত জাতগুলো হচ্ছে বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বেগুন-২ (তারাপুরী), বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা), বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-৯, বারি ঢেঁড়স-১, বারি গিমা কলমি-১ ইত্যাদি। কৃষক ভাই, গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষের জন্য সেচের নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি ভালভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। ফসলভেদে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। চারাকে রোগ থেকে রক্ষার জন্য চারা রোপণের পর ৩/৪ দিন পর্যন্ত ছায়ার ব্যবস্থা নিন। মাটিতে রসের অভাব হলে সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি যদি ছিটিয়ে শাক-সবজির বীজ বুনে থাকেন তাহলে অতিরিক্ত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত চারা তুলে ফেলুন। কুমড়া জাতীয় সবজির পরাগায়নের ব্যবস্থা নিন। বিটল পোকা দেখা দিলে সকাল-বিকাল হাত দিয়ে মেরে ফেলুন।

কৃষক ভাই, এ মৌসুম গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। এ সময় আপনি বিভিন্ন ফলের চারা এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ফলদ গাছগুলো হচ্ছে:

বারি আম-৮: বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বহুভ্রূণী নাবী জাত। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত।

বারি আম-৯ (কাঁচা-মিঠা): প্রতি বছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

বারি লিচু-২: উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে চাষাবাদযোগ্য। পূর্ণ বয়স্ক প্রতি গাছে ২,৩০০-২,৭০০টি ফল ধরে।

বারি লিচু-৩: এ জাতটি বসত বাড়ির বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রতি গাছে ১,৬০০-২,০০০টি ফল ধরে।

বারি লিচু-৪: এটি একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ইহা একটি উচ্চ ফলনশীল উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত।

বারি পেঁপে-১: জাতটি দেশের সর্বত্রই চাষোপযোগী। সারা বছর ফল দেয়। প্রতি গাছে ৬০ টি ফল পাওয়া যায়। ■

বিএআরআই এ বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম...

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

“বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের গান” এর উপর আবৃতি এবং সংগীতানুষ্ঠান ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহা, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুন, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এ কে এম শামছুল হক, ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, বারি বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা), বারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (বারিকা), বারি ৪র্থ শ্রেণী কল্যাণ সমিতি (বারিচা), ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় ও আনন্দ শিশু কাননের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আনন্দ র‍্যালি পরবর্তী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, আজ আনন্দের দিন। আজ জাতীয় শিশু দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এই দিনে শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়েছে কারণ বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যান্ত ভালবাসতেন। আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যে জাতি নির্মাণ করে যাবো শিশুরা সেই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই এই দিনটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আজ বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবো তাঁর স্মরণীয় কর্মের জন্য। এই মার্চ মাসেই তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ না করলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না।

বাদ যোহর বিএআরআই জামে মসজিদে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং বিএআরআই মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বিএআরআই এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) চত্বরে আজ ২৬ মার্চ মঙ্গলবার মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও গার্ড অব অনার প্রদান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত, আলোচনা সভা ও বিএআরআই এ কর্মরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান, ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও পুরস্কার প্রদান, বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোকসজ্জা।

বিএআরআই এর প্রধান কার্যালয়ের সামনে সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিনব্যাপী এসব কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

এছাড়া বিকালে ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদা ও তাৎপর্যের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও বিএআরআই এ কর্মরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ বলেন, "আমরা চাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানুক। একই সাথে তারা এটাও জানুক আমরা যদি এখনও পরাধীন থাকতাম তাহলে আমাদের বঞ্চনা আরও বাড়তো। আমাদের এখন যেসব উন্নয়ন হচ্ছে তা চোখে পড়ার মতো। এগুলো আমাদের স্বাধীনতার সুফল। এই জাতিকে আমরাই গড়বো, তাই আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি।"

স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদা ও তাৎপর্যের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মদন গোপাল সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. বাবু লাল নাগ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, বারি বিজ্ঞানী সমিতি (বারিসা), বারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (বারিকা), বারি ৪র্থ শ্রেণী কল্যাণ সমিতি (বারিচা), ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৫

বিএআরআই এ বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এ গত ১৭ মার্চ রবিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে।

দিনব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সকালে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় সামনে থেকে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে এক আনন্দ র‍্যালি বের করা হয়। আনন্দ র‍্যালির পরে প্রধান কার্যালয়ের ফটকের সামনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় এবং আনন্দ শিশু কাননের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাংকন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় সামনে থেকে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর নেতৃত্বে আনন্দ র‍্যালি বের করা হয়।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. আবুল কালাম আযাদ
মুখ্য সম্পাদক : জেবুন নেছা
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মো. আল-আমিন
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮

ডিজাইন ও মুদ্রণে : লুবনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৫৬, ভজহরি সাহা স্ট্রিট, নারিন্দা
ওয়ারী, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৯৫৬৪৫৪০